ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদনঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছর

১। পটভূমি/ ভূমিকাঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সরকারের একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। দুর্জয় সাহস, অমিত মনোবল আর দৃঢ় প্রত্যয়ে গতি, সেবা ও ত্যাগের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণ দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা মানব সেবায় নিয়োজিত। সংবাদ প্রাপ্তির পর তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সাড়া প্রদান করেন। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সকল দুর্যোগে সরকারের প্রথম সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এখন বহুমাত্রিক সেবায় নিয়োজিত। বর্তমান সরকার তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি তাদের সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি অগ্নি নির্বাপণ এবং সড়ক দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি ভবনধস, নৌ দুর্ঘটনা, জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ, ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান, সারা দেশের হাইওয়েসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল ইউনিট মোতায়েন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অগ্নি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা, জাতীয় প্রদর্শনী ও মেলাসমূহে নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন, পোশাক শিল্পের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন, গণসংযোগ, বর্হিগমন মহড়া, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

২। ক্রমবিকাশঃ

তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে ১৯৩৯-৪০ খ্রিষ্টাব্দে দুধরনের ফায়ার ব্রিগেড চালু করে। আঞ্চলিক পর্যায়ে কলকাতা শহরের জন্য কলকাতা ফায়ার সার্ভিস এবং অবিভক্ত বাংলার জন্য (কলকাতা বাদে) বেঙ্গল ফায়ার সার্ভিস। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমিতে বেঙ্গল ফায়ার ব্রিগেড প্রথমে পূর্ব পাকিস্তান ফায়ার ব্রিগেড এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস নামে সেবা প্রদান কার্যক্রম চালু রাখে। ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস পরিদপ্তর, রেসকিউ বিভাগ এবং সিভিল ডিফেন্স বিভাগ এই তিনটি সংস্থাকে একীভূত করে ফায়ার

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া অগ্নি নির্বাপক যান

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নামে নব উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে। তখন বাংলাদেশে, বিশেষ করে শহর এলাকায় যে পরিমাণ জনসংখ্যা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক অবকাঠামো, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাটবাজার, দোকানপাট, মার্কেট-শপিং মল বিদ্যমান ছিল বর্তমানে তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেড়েছে অগ্নি দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ধিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রমকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সারা বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম একটি করে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের ঘোষণা দেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ যুগান্তকারী ঘোষণা বাস্তবায়নে ৪টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে চালু ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা ৩৪৮টি, চলমান ২টি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ফায়ার স্টেশনের এই সংখ্যা ৫৫৪ এবং জনবল ১৫,০০০ জনে উন্নীত হবে।

৩। সেবার নতুন উচ্চতায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরঃ

নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ায় বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপে সেবার নতুন উচ্চতায় এখন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের কার্যকর উদ্যোগের ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অন্য যে কোন সময়ের চেয়ে সফলভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজের জন্য নতুন নতুন গাড়ি-পাম্প ও আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহ, নতুন নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, বিদ্যমান ফায়ার স্টেশনগুলোর মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের নানান সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান সরকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে সমৃদ্ধির মূল স্রোতে তুলে এনেছে।

৪। মিশন ও ভিশনঃ

Vision	:	**‘অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জন**
Mission	:	**‘দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় জীবন ও সম্পদ রক্ষার মাধ্যমে নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।’**

৫। অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যেসব সেবাদান করে থাকে সেগুলো হলোঃ

- অগ্নিনির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং যেকোনো দুর্ঘটনা/দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনা করা;
- দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গুরুতর আহতদের দ্রুত হাসপাতালে প্রেরণ এবং রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান;
- অন্যান্য সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক অগ্নি দুর্ঘটনাসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা;
- বহুতল ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানা ও বস্তি এলাকায় অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, পরামর্শ প্রদান ও মহড়া পরিচালনা করা;
- অধিদপ্তরের কর্মীদের অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তামূলক ছাড়পত্র প্রদান ও ছাড়পত্রের শর্তসমূহ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- আন্তর্জাতিক অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের সংগে যোগাযোগ রক্ষা এবং এতদসংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করা;
- অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;
- অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকারী সাজ-সরঞ্জামাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারকে কৌশলগত পরামর্শ প্রদান;
- অগ্নি প্রতিরোধসহ যেকোনো দুর্যোগ মোকাবেলায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা;
- সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের অগ্নি নির্বাপণ, অগ্নি প্রতিরোধ প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- অধিদপ্তরের জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুগোপযোগী আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা;
- ওয়্যারহাউজ ও ওয়ার্কশপসমূহ পরিদর্শন, পরামর্শ ও শর্ত সাপেক্ষে নতুন ফায়ার লাইসেন্স প্রদান ও বিদ্যমান লাইসেন্স নবায়ন করা;
- সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জামাদির চাহিদা প্রণয়ন ও সংগ্রহ;
- আইন অনুযায়ী সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে সেবা প্রদান করা;
- সময় সময় সরকার নির্দেশিত প্রশাসনিক, উন্নয়ন ও অপারেশনাল কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা প্রতিপালন করা ;
- যুদ্ধকালীন সময়ে বিমান হামলার হাত থেকে রক্ষার জন্য হুঁশিয়ারি সংকেতের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিতসহ সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করা।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের নিয়মিত কর্মকান্ডের কয়েকটি স্থিরচিত্রঃ

অগ্নিনির্বাপণ করছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ

দক্ষতা বৃদ্ধিতে চলছে অনুশীলন কাজ

উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস এর ডুবুরিদল

৬। নতুন নতুন কার্যক্রমে অধিদপ্তরের সম্পৃক্ততাঃ

বর্তমান সরকার এ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বাস্তবমুখী নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করায় প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান যেমন উন্নত হয়েছে, তেমনি এর সেবাক্ষেত্রও অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ, ভবনধস, সড়ক ও নৌযান দুর্ঘটনায় উদ্ধার কার্যক্রমের পাশাপাশি বহুমুখী পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এখন গণমানুষের আস্থা আর নির্ভরতার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

- জঙ্গি দমন অভিযানে অংশগ্রহণ;
- ভিভিআইপি ও ভিআইপিদের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদান;
- সারা দেশের হাইওয়েসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল ইউনিট মোতায়েন;
- সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- অগ্নি প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা;
- জাতীয় প্রদর্শনী ও মেলাসমূহের নিরাপত্তা ইউনিট মোতায়েন;
- ঝড়ে বিপর্যস্ত রাস্তাঘাট অবমুক্তকরণ;
- ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও প্রেস ব্রিফিংয়ের আয়োজন;
- ঈদ ও নানা উৎসবে ঘরমুখী মানুষের নিরাপত্তায় টার্মিনাল ও স্টেশনগুলোতে ডিউটি মোতায়েন;
- পোশাক শিল্পের অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিদর্শন, গণসংযোগ, বহির্গমন মহড়া, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান ।

রাজশাহীতে বিরল প্রজাতির পাখি উদ্ধার কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস এর উদ্ধারকর্মীগণ

সাভারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা পরিদর্শন করছেন ফায়ার সার্ভিস এর কর্মকর্তাবৃন্দ

৭। অধিদপ্তরের কাঠামোঃ

(ক) জনবলঃ

জুলাই ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিদপ্তরের জনবলের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

ক্রঃ	শ্রেণি	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ সংখ্যা	মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা
১.	১ম শ্রেণি (গ্রেড ১ হতে ৯ পর্যন্ত)	২৮	২০	৪৮
২.	২য় শ্রেণি (গ্রেড ১০ হতে ১২ পর্যন্ত)	৩৯৮	৪৬	৪৪৪
৩.	৩য় শ্রেণি (গ্রেড ১৩ হতে ১৬ পর্যন্ত)	২০৩৩	৬৮৯	২৭২২
৪.	৪র্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭ হতে ২০ পর্যন্ত)	৫৪৩৪	১৬৮৯	৭১২৩
	মোটঃ	**৭৮৯৩**	**২৪৪৪**	**১০৩৩৭**

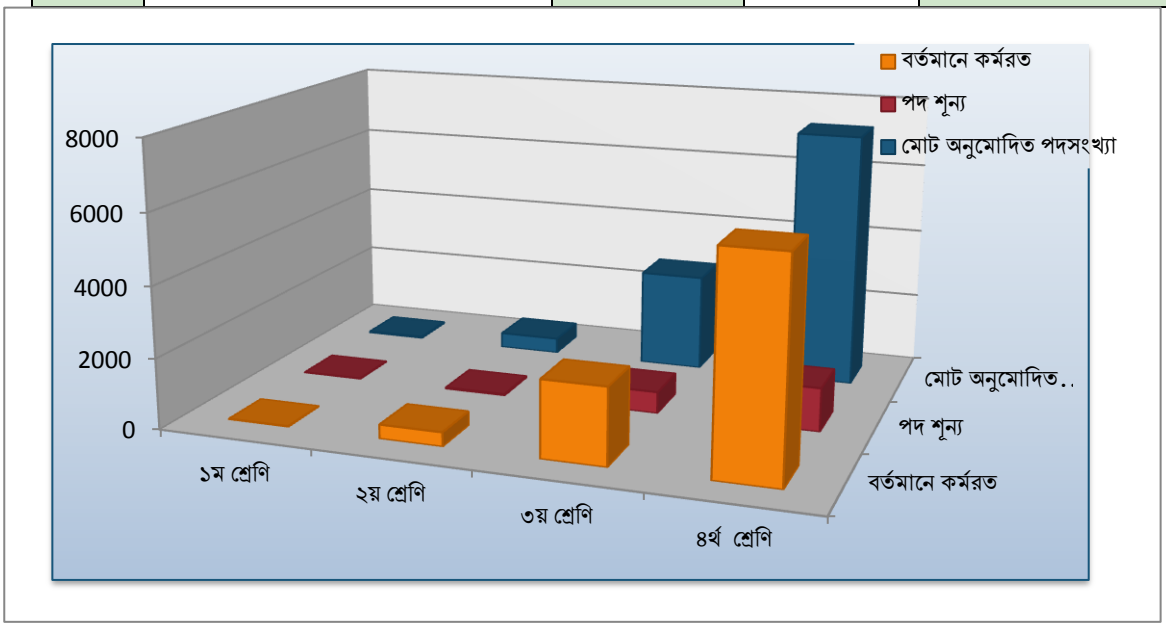

(খ) সাজ সরঞ্জামাদিঃ

গত ৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে যে কোন দুর্যোগে সাড়াদানকারী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সাজসরঞ্জাম কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা হয়। তন্মধ্যে ২১৪ রকম সাজসরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ক্রয়কৃত সাজ-সরঞ্জামাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

ক্রমিক নং	সাজ-সরঞ্জামের নাম	সাজ-সরঞ্জামের পরিমান	মোট টাকা
০১।	পানিবাহী গাড়ি (১,৮০০ লিটার)	৮৫ টি	১০৫,৮০,৩১,৫৫০.০০
০২।	পানিবাহী গাড়ি (২,০০০ লিটার)	১২ টি	২০,৮৬,৫৫,৯০৪.০০
০৩।	টোয়িং ভিহিক্যাল	১২৬ টি	৬২,৭১,৪৯,৮৮০.০০
০৪।	পোর্টেবল পাম্প	১৯৬ টি	৩৮,১০,৮৭,২৬০.০০
০৫।	এ্যাম্বুলেন্স	২৫ টি	১৪,৪৬,৯৬,২৫০.০৫০
০৬।	বিদিং এ্যাপারেটার্স	২১১ সেট	৩,৭৪,৫২,৫০০.০০
০৭।	স্মোক ইজেক্টর	৯৮ সেট	২,৮৪,১৯,৫১০.০০
০৮।	এয়ার কমপ্রেসর মেশিন	৭৭ টি	৩,৮৬,৩৩,৫৯৫.০০

০৯।	ফায়ার ফ্লোট	০২ টি	১৪,৯৯,৯০,০০০.০০
১০।	পন্টুন	১০ টি	১৯,৯৯,৯০,০০০.০০
১১।	জেটি	১০ টি	১২,০০,০০,০০০.০০
১২।	ফায়ার এন্ড রেসকিউ বোট	০৮ টি	
১৩।	হাইড্রোলিক স্প্রেডার	১৩০ টি	৮,৬৫,৮০,০০০.০০
১৪।	হাইড্রোলিক কাটার	১৩০ টি	৮,৮৬,৯৯,০০০.০০
১৫।	হাইড্রোলিক র‍্যাম জ্যাক	১৩০ টি	৯,০১,৪৮,৫০০.০০
১৬।	হাইড্রোলিক ডোর ওপেনার	১৩৫ টি	১,৭২,৩৩,৬৯৫.০০
১৭।	চিপিং হ্যামার	১৩০ টি	৪৯,৫৮,২০০.০০
১৮।	রিসিপ্রোকেটি “স”	১৩০ টি	৪২,২৫,০০০.০০
১৯।	চেইন “স” (ইলেকট্রিক)	১৩০ টি	১৭,২১,২০০.০০
২০।	রোটারী রেসকিউ “স”	১৩০ টি	৭৯,৩০,০০০.০০
২১।	জেনারেটর উইথ এক্সেরিজ	১৩০ টি	২,০৫,৪০,০০০.০০
		সর্বমোট =	৩৩১,৬১,৪২,০৪৪.০৫

নোটঃ এছাড়াও বর্ণিত অর্থবছরে ৬১,৪২,৯৯,০২৮/- টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন পরিমানের আরও ১৫ ক্যাটাগরির সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে।

২০১৭-১৮ সালে সংগৃহীত হওয়া বন্ধুর পথে চলার উপযোগী এ্যাম্বুলেন্স

প্রতিবেদনাধীন সময়ে সংগৃহীত ফায়ার এন্ড রেসকিউ বোট

২০১৭-১৮ সালে সংগৃহীত টোয়িং ভেহিক্যালের একাংশ

৮। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক সম্প্রসারণঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ফায়ার স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি নিম্নরূপ-

ক্রঃ নং	স্টেশনের নাম	২০১৭-১৮ সালে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি	চালু হওয়ার তারিখ
১.	ফতুল্লা ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০৫.১১.১৭
২.	গজারিয়া ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	১৯.০৪.১৮
৩.	তাড়াইল ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০৫.০৮.১৭
৪.	বালিয়াকান্দি ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	২৩.১১.১৭
৫.	আটপাড়া ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	১৬.০২.১৮
৬.	আনোয়ারা ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	১৬.০৭.১৭
৭.	বাশঁখালী ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	২৯.০৪.১৮
৮.	উখিয়া ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	১১.০৯.১৭
৯.	মাটিরাঙ্গা ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	২৭.০২.১৮
১০.	নওহাটা ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	২২.০২.১৮
১১.	মহাদেবপুর ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০২.০৬.১৮
১২.	রূপসা ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০৩.০৩.১৮
১৩.	বাবুগঞ্জ ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	১৩.০৫.১৮
১৪.	জৈন্তাপুর ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০৪.০৮.১৭
১৫.	সুন্দরগঞ্জ ফায়ার স্টেশন	বাস্তবায়িত	০৪.০৪.১৮

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে রাজশাহী সফরকালে রাজশাহী (উত্তর) ও নওহাটা ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে বরিশালের অন্যান্য ৪০টি প্রকল্পের সাথে বাবুগঞ্জ ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন করেন

ফতুল্লা ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্থানীয় সংসদ সদস্য, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

৯। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম-

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়নঃ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান Weight of Performmance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৭-১৮ (Target/Criteria Valu for Fy 2017-18)	২০১৭-১৮ অর্জন (Achievement)
১. অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবা পরিচালনা	(১.১) অগ্নি নির্বাপণ কার্যক্রম গ্রহণ;	(১.১.১) সাড়া প্রদানকৃত অগ্নি দুর্ঘটনা;	%	২০	১০০	১০০
	(১.২) দুর্ঘটনার বিপরীতে উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণ;	(১.২.১) পরিচালিত উদ্ধার কার্য;	%	৮	১০০	১০০
	(১.৩) দুর্ঘটনা কবলিতদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর;	(১.৩.১) দুর্ঘটনা কবলিতদের চিকিৎসালয়ে স্থানান্তর;	%	৩	১০০	১০০
	(১.৪) এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা;	(১.৪.১) প্রদানকৃত এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস;	সংখ্যা	২	১০০৫০	১৩৪৫২
	(১.৫) তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য টহল ডিউটি কার্যক্রম।	(১.৫.১) টহলের জন্য নির্ধারিত পয়েন্ট।	সংখ্যা	২	৮৮	৮৮
২. দুর্ঘটনা রোধে প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রম পরিচালনা	(২.১) অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক মহড়ার আয়োজন;	(২.১.১) পরিচালিত অগ্নি নির্বাপণী মহড়ার সংখ্যা;	সংখ্যা	১০	৭৬৫০	৯৯০৩
	(২.২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণ;	(২.২.১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত অগ্নি নিরাপত্তামূলক পরিদর্শন কার্যক্রম;	সংখ্যা	৬	৫০০০	৫২১৯
	(২.৩) শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।	(২.৩.১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সার্ভে।	সংখ্যা	৪	৮৬	৯১
৩. দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	(৩.১) সেবা গ্রহীতাদের জন্য পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ;	(৩.১.১) প্রদানকৃত মৌলিক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা (জন)	৬	৭৮৮০০	১০৯৩৬০
	(৩.২) প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি	(৩.২.১) প্রস্তুতকৃত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার;	সংখ্যা (জন)	৩	১৮০০	২৯৫০
	(৩.৩) ফায়ার সার্ভিস কর্মী বাহিনীর জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ;	(৩.৩.১) অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ;	সংখ্যা (জন)	৩	৩১০০	৩২৭৭
	(৩.৪) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ।	(৩.৪.১) অংশগ্রহণকৃত উচ্চতর প্রশিক্ষণ;	সংখ্যা (জন)	৩	১৪০	১৯২
৪.বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর বিধি মোতাবেক লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান	(৪.১) প্রতিষ্ঠান/স্থাপনা বরাবর বিধি মোতাবেক লাইসেন্স প্রদান;	(৪.১.১) প্রদানকৃত লাইসেন্স;	সংখ্যা	৩	১২০০০	১৩৪৫১
	(৪.২) অনলাইনে বহুতল ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে ছাড়পত্র প্রদান;	(৪.২.১) বহুতল ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনা বরাবর ইস্যুকৃত ছাড়পত্র;	সংখ্যা	২	২৮৫	৫১৮
	(৪.৩) ফায়ার রিপোর্ট ও লাইসেন্স বাবদ ফি আদায়।	(৪.৩.১) আদায়কৃত ফি;	লক্ষ টাকা	১	**৭৮০**	**৭৮২**
৫. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কার্যক্রম চালুকরণ	(৫.১) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্টেশন পরিদর্শন	(৫.১.১) পরিদর্শিত নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশন;	সংখ্যা	২	**১০০**	**১১৯**
	(৫.২) প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন স্টেশনের কার্যক্রম চালুকরণ	(৫.২.১) চালুকৃত ফায়ার স্টেশন;	সংখ্যা	২	**২০**	**১৪**

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

(খ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ

কার্যক্রম	সূচক	একক	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিপ্রশাসনিক / ইউনিট	ভিত্তি বছর ২০১৬-২০১৭	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭১৮-	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা .							
১.১নৈতিকতা কমিটির সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	১২	১২	১২	
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের হার	%	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	৯০	১০০	১০০	
১.৩ দপ্তর/সংস্থায় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিতকরণ	চিহ্নিত অন্তরায় সমূহ	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা		০১/৪/১৮		
১.৪ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৩	০৪	০৪	
২সচেতনতা বৃদ্ধি .							
২.১ বৃদ্ধিমূলক সভা	অনুষ্ঠিত সভা	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	০৬	০৬	০৬	
২ ২.জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলসংক্রান্ত প্রশিঃ	প্রশিক্ষণার্থী	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	২০০	২১০	২১০	
৩নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার/বিধি/জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইন .							
৩.১ কর্মকর্তা-কর্মচারী (বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর) নিয়োগ বিধিমালা'১৯৯৯ সংশোধন	সংশোধিত বিধিমালা	-	উপ পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	নিয়োগ বিধিমালা , ১৯৯৯ সংশোধন	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভেটিং এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	
৩.২ অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা-২০১৪ সংশোধন	**সংশোধিত বিধিমালা**		উপপরিচালক (অপা ও মেইন)		অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা,	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা, ২০১৪	

					২০১৪ সংশোধন	সংশোধন কার্য-ক্রম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চলমান।	
৩ ৩.The Bangladesh Fire Service Medal Regulations, 1983 সংশোধন	সংশোধিত রেগুলেশন	-	উপ পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	The Bangla -desh Fire Service Medal Regula -tions 1983 সংশোধন চূড়ান্তকরণ	আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং প্রাপ্তি সাপেক্ষে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ রেগুলেশন সংশোধনের কার্যক্রম অধিদপ্তরে চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।	
৪শুদ্ধাচার চর্চার জন্য প্রণোদনা প্রদান .							
৪শুদ্ধাচার পুরস্কার ১. প্রদাননীতিমালা ২০১৭-এর বিধানানুসারে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	প্রদত্ত পুরস্কার	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	**০৪**	**০৪**	**০৪**	
৫-ই .গভর্ন্যান্স							
৫.১ অনলাইন রেসপন্স সিস্টেমের ব্যবহার	**ই/মেইল-** এসএস .এম. এর মাধ্যমে নিস্পত্তিকৃত	**%**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**২০**	**৪০**	**৪০**	
৫.২ বিভিন্ন মাধ্যম (সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ) ব্যবহার করে অনলাইন কনফারেন্স আয়োজন	অনুষ্ঠিত অনলাইন কনফারেন্স	**সংখ্যা**	পরিচালক (অপা ও মেইন)	**১০**	**১২**	**১২**	মন্ত্রণালয়সহ মাঠপর্যা-য়ের সাথে
৫.৩ সংস্থায় ই-ফাইলিং এর ব্যবহার	**ই** -ফাইলে-নথি নিস্পত্তিকৃত	**%**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	-	-	
						৪০% নথি ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে	**২৬/১১/২০১৭ অত্র অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে।**
৫.৪ দাপ্তরিক কাজে ইউনিকোড এর ব্যবহার	**ইউনিকোড ব্যবহার করে কার্যসম্পাদন**	**%**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**৪০**	**১০০**		
৫/মন্ত্রণালয় ৫.বিভাগ কর্তৃক ২০১৬/১৭	**ন্যূনতম দুটি অনলাইন সেবা**	**সংখ্যা**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)		**৩০/০৬/১৮**	**৩০/০৬/১৮**	**২০১৬/১৭ অর্থবছরে**

অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তিতে বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী দুটি করে অনলাইন সেবা চালু করা	**চালুকৃত**					-	অনলাইনের মাধ্যমে ফায়ার লইসেন্স প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।
৫.৬ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয়কার্য সম্পাদন	**ই-টেন্ডারে সম্পাদিত ক্রয়কার্য**	%	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**১০**	**১০০**	**১০০**	
৫.৭ দাপ্তরিক কাজে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার	**দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু**	**তারিখ**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)		**০১/০৯/১৭**	- -	**দাপ্তরিক সোশ্যাল মিডিয়া পেজ চালু আছে।**
৬ জনসেবা সহজীকরণের .লক্ষ্যে উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ							
৬,১ দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ২০১৭-প্রণয়ন ২০১৮	**উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণীত**	**তারিখ**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	- -	- -	- -	
৬.২ দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৭ সালের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন	**বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা**	**তারিখ**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	- -	- -	**৩০/০৬/১৮** -	
৬.৩ দপ্তর/সংস্থার কমপক্ষে একটি করে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ	**সেবা পদ্ধতি সহজীকরণকৃত**	**তারিখ**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	- **কার্যক্রম চলমান**	- **কার্যক্রম চলমান**	**৩০/০৬/১৮** **কার্যক্রম চলমান**	
৭. জবাবদিহি শক্তিশালীকরণঃ							
৭.১ দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি	**অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত**	**দিন**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**৩০**	**২৮**	**২৮** **২৮**	
৭.২ অভিযোগ নিষ্পত্তি করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবহিতকরণ	**নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগ অবহিতকরণ**	**দিন**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**১০**	**০৭**	**০৭** **০৭**	
৭.৩ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	**নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি**	%	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	**১০**	**০৭**	**০৭** **০৭**	
৭.৪ দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্পর্কিত কার্যক্রম (যেমন ইলেকট্রনিক উপস্থিতি, গণ শুনানী ইত্যাদি) গ্রহণ	**গৃহীত কার্যক্রম**	**সংখ্যা**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	**০১**	-	
৭.৫ দপ্তর/সংস্থার দুর্নীতির ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ	**চিহ্নিত ক্ষেত্র সমূহ**	**সংখ্যা**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	**০০**	- -	
৭.৬ তথ্য অধিকার আইনের আওতায় দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনলাইন প্রশিক্ষণ	**অনলাইন প্রশিক্ষণে সনদ প্রাপ্ত**	**তারিখ**	পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)	-	**৩০/০৩/১৮**	- -	
৮. (প্রযোজ্য নয়)							

৯ সংস্থার নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য/দপ্তর .কার্যক্রম							
(৯.১) এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস পরিচালনা;	**প্রদানকৃত এ্যাম্বুলেন্স**	**সংখ্যা**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**১০০০০**	**১০০৫০**	**২৫১৫**	
(৯.২) তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য টহল ডিউটি কার্যক্রম।	**টহলের জন্য নির্ধারিত পয়েন্ট**	**সংখ্যা**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**৮৫**	**৮৮**	**৮৮**	
						৮৮	
(৯.৩) অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক মহড়ার আয়োজন;	**পরিচালিত অগ্নি নির্বাপণী মহড়ার সংখ্যা**	**সংখ্যা**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**৭৫০০**	**৭৬৫০**	**১৯১৫**	
						৩০৯৫	
(৯.৪) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি জোরদারকরণ;	**বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত অগ্নি নিরাপত্তামূলক পরিদর্শন**	**সংখ্যা**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**৪৮৫০**	**৫০০০**	**১২৫০**	
						৬৩২	
(৯.৫) শিল্পসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সম্পর্কে পরামর্শ	**বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সার্ভে**	**সংখ্যা**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**৮৫**	**৮৬**	**২২**	
						২৫	
(৯.৬) সেবা গ্রহীতাদের জন্য পরিচালিত মৌলিক প্রশিক্ষণ;	**প্রদানকৃত মৌলিক প্রশিক্ষণ**	**সংখ্যা (জন)**	**পরিচালক (অপা: ও মেইন:)**	**৭৮৫০০**	**৭৮৮০০**	**১৯৭০০**	
						২৭৬৪০	
(৯.৭) প্রশিক্ষিত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তেরী;	**প্রস্তুতকৃত কমিউনিটি ভলান্টিয়ার;**	**সংখ্যা (জন)**	**পরিচালক (প:উ:প্র:)**	**৬৩১০**	**১৮০০**	**৪৫০**	
						১২০০	
(৯.৮) ফায়ার সার্ভিস কর্মী বাহিনীর জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ;	**অংশগ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ**	**সংখ্যা (জন)**	**পরিচালক (প:উ:প্র:)**	**২৮০০**	**৩১০০**	**৭৭৫**	
						৩১১	
(৯.৯) সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ।	**অংশগ্রহণকৃত উচ্চতর প্রশিক্ষণ**	**সংখ্যা (জন)**	**পরিচালক (প:উ:প্র:)**	**১১০**	**১৪০**	**৩৫**	
						১৪৪	
১০অর্থ বরাদ্দ .							
১০,১ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক অর্থের পরিমান	**বরাদ্দকৃত অর্থ**	**লক্ষ টাকা**	**উপ পরিচালক (প্রশা: ও অর্থ)**	**১০০০০০**	**১২৫০০০**		
					১৩০০০০		
১১পরিবীক্ষণ .							
১১জাতীয় শুদ্ধাচার ১. কৌশল কর্মপরিকল্পনা- ও বাস্তবায়ন	পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত	**তারিখ**	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**	-	**১৩ ১৭/০৭/**	-	
						-	
১১ জাতীয় শুদ্ধাচার ২. কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগে	পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	**সংখ্যা**	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**	**০৪**	**০৪**	**০১**	
						০১	

দাখিল							
১১.৩ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন	**পরিবীক্ষণ** কাঠামো প্রণীত	**তারিখ**	**ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা**	-	**১৭/০৮/২০১৭**	-	
						-	

মিরপুরস্থ ট্রেনিং কমপ্লেক্সে নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অধীনে অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে

(গ) মানবসম্পদ উন্নয়নঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত ইনহাউজ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিবরণী	কোর্সের মেয়াদ	সংখ্যা
১.	English Language & Microsoft Office and Internet Computer Course (৮ টি কোর্স)	১ মাস	১৬০
২.	ফায়ারম্যান ও সমমান পদ হতে লিডার ও সমমান পদেপদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স (২টি কোর্স)	১৫ দিন	২০৬
৩.	উপ-সহকারী পরিচালক ও সমমান পদ হতে সহকারী পরিচালক ও সমমান পদে পদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স (২টি কোর্স)	১৫ দিন	৩৪
৪.	স্টেশন অফিসার ও সমমান পদ হতে ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর পদেপদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫ দিন	৫৭
৫.	লিডার পদ হতে সাব-অফিসার ও সমমান পদেপদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫ দিন	৭২
৬.	সাব-অফিসার ও সমমান পদ হতে স্টেশন অফিসার ও সমমান পদে পদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫ দিন	১৯
৭.	সিনিয়র স্টেশন অফিসার পদ হতে উপ-সহকারী পরিচালক ও সমমান পদেপদোন্নতি পূর্ব প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫ দিন	৩০
৮.	নব নিযুক্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (ড্রাইভার) (২ টি কোর্স)	১২০ দিন	২১৭
৯.	নব নিযুক্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স(স্পীডবোট ড্রাইভার)	১২০ দিন	০২
১০.	নব নিযুক্তদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স(ওয়্যারলেস মেকানিক, সহকারী মেকানিক, মোল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, ওয়েল্ডার, ওয়ার্কশপ হেলপার, সহকারী হোজ রিপেয়ার, বাবুর্চী, সহকারী বাবুচী, ওজনদার ও মালী)	১২০ দিন	২৩
১১.	Medical First Responder (MFR) & Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) (সিরিজ কোর্স)	২৬ দিন	১৫৩৬

১২.	Flood Water Rescue Course (সিরিজ কোর্স)	৩০ দিন	২০৭
১৩.	ই-ফাইলিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ (৩টি কোর্স)	০২ দিন	৯২
১৪.	Braveheart Training Course	০১ মাস	১৩০
১৫.	কেন্দ্রীয় কারিগরি কারখানায় টার্ন টেবিল লেডার চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	১৯
১৬.	পিটি কোর্সের প্রি-কোর্সে অংশ গহণের জন্য প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	২০
১৭.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফায়ারম্যানদের 'সতেজকরণ' প্রশিক্ষণ কোর্স	১৫ দিন	২৩
১৮.	গ্যাস ডিটেক্টর চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০২ দিন	২৪
১৯.	এইচআরএম সফটওয়্যার প্রশিক্ষণ	০৩ দিন	২৫
২০.	পাহাড়ী এলাকায়Land Slide Rescue	০৫ দিন	২৫
২১.	ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ফায়ারম্যানদের 'সতেজকরণ' প্রশিক্ষণ কোর্স	০১ মাস	১৭
২২.	আগুন-উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভূমি ধ্বস, স্বেচ্ছাসেবক তৈরি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম	১২ দিন	৪০
২৩.	আগুন-উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, ভূমি ধ্বস, স্বেচ্ছাসেবক তৈরি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম	০৫ দিন	৪০
২৪.	NFPA	০৬ দিন	১৩
২৫.	এরিয়াল পল্লাট ফরম লেডার ভীমা, টিটিএল ও সেণারকেল গাড়ীর পরিচিতি ও চালনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫দিন	১০
২৬.	Seeking Comments and endorsement of post Disaster Needs Assessment (PDNA)শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩দিন	০২
২৭.	সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ দিন	২৭
২৮.	Train the Trainer Courseশীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫ দিন	১০
২৯.	এমএফআর (পিয়ার)	১৮ দিন	২৪
৩০.	'৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিদিং ও গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারী' বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬ দিন	২৪
৩১.	টিটিএক্স ও এফটিএক্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫ দিন	৫০

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিবরণ:

ক্র.	প্রশিক্ষণের বিবরণী	কোর্সের মেয়াদ (দিন)	সংখ্যা
১.	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় কম্পিউটার লিটারেসি কোর্স	০৫	০১
২.	জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকায় Project Appraisal, EIA and formulation of DDP	১৮	০২
৩.	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় পি.পি আর-২০০৬ ও ২০০৮ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০১	০১
৪.	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মৌল আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোর্স	০৫	০১
৫.	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুরে ফায়ার ফাইটিং কোর্স-১	৪৫	০৩
৬.	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আচরণ ও শৃংখলা কোর্স	০৫	০১
৭.	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় পিটি কোর্স-৭	১১০	০২
৮.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকায় Training Program on Hardware Maintenance & Troubleshooting শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১২০	০৩
৯.	কাদিরাবাদ সেনানিবাস, নাটোরে Offrs Bomb & IED Device Disposal Course-10 শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৮০	০২
১০.	পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকায় Public Financial Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০২
১১.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকায় Training Program on Graphics Design & Multimedia (Animation, Audio & Video Editing, Photo Editing) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১০০	০৩

১২.	জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকায় ১৮তম ভিভিআইপি কোর্স-২০১৭ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১০	০১
১৩.	ইবিআরসি-১১ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ড্রিল কোর্স (ডিআইসি)-১১ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	৪৫	০২
১৪.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, ঢাকায় Training Program on Graphics Design & Multimedia (Animation, Audio & Video Editing, Photo Editing) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৮৫	০৩
১৫.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়স্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক Advanced Security Sector Reform Course-3 বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১২০	০২
১৬.	পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভার, ঢাকায় Nuclear and Radiological Emergency Preparedness Course	১০	০২
১৭.	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুরে Advanced Security Sector Reform Course-3	০৫	০২
১৮.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া (বিজেম), ঢাকায় Public Relations, Media and Communication Technigues শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০১
১৯.	জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউব, ঢাকায় মাষ্টার ট্রেইনার পুল তৈরীর লক্ষ্যেপ্রশিক্ষণ	০১	০১
২০.	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় ফান্ডামেন্টাল ইন্টেলিজেন্স কোর্স ফর এফএস (এফআইসিএফ)-৫৫	১৮	০১
২১.	বিসিপিএস, মহাখালী, ঢাকায় Emergency Management of Severe Burn (EMSB) শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৩	০৩
২২.	পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, ঢাকায় Public Financial Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০২
২৩.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে সিসিডিবি হোপ ফাউন্ডেশন, বাড়ইপাড়া, সাভার, ঢাকা ‘মাস্টার ট্রেইনার পুল’ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩	০১
২৪.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), মিরপুর রোড, ঢাকায়‘ToT on Strengthening Capacity of Crisis Responders on addressing Mental Health Issue Within Crisis Preparedness and Management’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫	১
২৫.	র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল, পোড়াবাড়ী, গাজীপুরে কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	১২	৫০
২৬.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স	১৮	১
২৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), মিরপুর রোড, ঢাকায় ‘ToT on Strengthening Capacity of Crisis Responders on addressing Mental Health Issue Within Crisis Preparedness and Management’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫	১
২৮.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক কর্মশালা	০১	১
২৯.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), ঢাকায় ‘PPP 2008 and Annual Procurement Planning’ শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০২
৩০.	কেন্দ্রীয় কারিগরী কারখানা, সিদ্দিকবাজার, ঢাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ‘প্রকিউরমেন্ট অব ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ রেসকিউ অপারেশন ফর আর্থকোয়াক এ্যান্ড ডিজাষ্টার প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ‘সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৫	২৭
৩১.	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় ফিজিক্যাল ফিটন্যাস ট্রেনিং কোর্স-৮	১৪০	০১
৩২.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আইসিটি এবং ই-গভানের্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১০	০১
৩৩.	র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল, পোড়াবাড়ী, গাজীপুরে কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	১০	৫০

৩৪.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মৌল আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০১
৩৫.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৫	০১
৩৬.	এপিবিএন এবং বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টার, বাংলাদেশ পুলিশ, খাগড়াছড়িতে Orientation Course on Police Operation (OCPO) শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	৩০	৪৯
৩৭.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ঢাকায়Training Program on E-Government Application শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩৫	১
৩৮.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ঢাকায়Training Program on Advanced office Application Specialize on Excel and Accessশীর্ষক প্রশিক্ষণ	৯০	১
৩৯.	US Embassy, Dhaka 'Critical Infrastructure Security and Resilience (CISR)'	১২	০৩
৪০.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ঢাকায়Training Program on Graphics Design & Multimedia & Outsourching Technique শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৭২	২
৪১.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ঢাকায়Introduction on Web Site Design and Web Applications Development & Outsourcin Technique শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১২	১
৪২.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), ঢাকায়Training Program on Cyber Security Essentials শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৭	১
৪৩.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামো শীর্ষক সেমিনার	০১	০১
৪৪.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় কম্পিউটার লিটারেসী শীর্ষক প্রশিক্ষণ	০৫	০১
৪৫.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মৌলক আচরণ ও শৃঙ্খলা শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	০৫	০১
৪৬.	ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকায় 'Mobile Observer Unit (MOU) Course বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০	০২
৪৭.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন এবং ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	১৫	০১
৪৮.	র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল, পোড়াবাড়ী, গাজীপুরে কাউন্টার টেরোরিজম বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ	১০	৫০
৪৯.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	১৮	০১
৫০.	কাদিরাবাদ সেনানিবাস, নাটোরে 'বোম্ব এবং ইম্প্রোভাইজ এক্সপেন্সাসিভ ডিভাইজ ডিসপোজাল ওরিয়েন্টেশন কোর্স বিআইডিওসি (এএ)-৮ শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৫০	০১
৫১.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আইসিটি এবং ই-গভার্নেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ।	১২	০১
৫২.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক কর্মশালা।	০১	০১
৫৩.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় আর্থিক ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	১০	০১
৫৪.	আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকায় স্টাফ উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ।	০৫	০১

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, সভা সেমিনারে অংশগ্রহণের বিবরণ:

ক্র. নং	বিবরণ	দেশ	উদ্দেশ্য	সময়কাল	উদ্যোগী সংস্থা	সংখ্যা (জন)
১.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	১১/০৬/১৭ হতে ২৫/০৬/১৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	২৫
২.	Monitor for Structural Fire Fighting Course	মালয়েশিয়া	পর্যবেক্ষণ	২২/০৬/১৭ হতে ২৫/০৬/১৭	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০২
৩.	The Sixth Basic Training Course	ইরান	প্রশিক্ষণ	২৮/০৬/১৭ হতে ০২/০৭/১৭		০১
৪.	ARF Workshop on Earthquake Emergency	চীন	ওয়ার্কশপ	২৫/০৭/১৭ হতে ২৭/০৭/১৭		০২
৫.	2017 International Seminar on Dissaster Management (DMS)	আমেরিকা	সেমিনার	০৭/০৮/১৭ হতে ২১/০৮/১৭	US, Forest Service	০১
৬.	Advance Search & Rescue Techniques	ভারত	প্রশিক্ষণ	০৮/০৮/১৭ হতে ১১/০৮/১৭		০২
৭.	Fire Management and Disaster Risk Reducation	জাপান	প্রশিক্ষণ	০৫/০৯/১৭ হতে ২৫/১১/১৭		০১
৮.	INSARAG Asia-Pacific Regional Earthquake Response Exercise-2017 & INSARAG Asia-Pacific Regional Meeting-2017	মালয়েশিয়া	সম্মেলন	১১/০৯/১৭ হতে ১৫/০৯/১৭	INSARAG	০২
৯.	Emergency Response Preparedness Disaster Management	আমেরিকা	পরিদর্শন	১৬/০৯/১৭ হতে ০৭/১০/১৭		০২
১০.	Future Leaders in Life Saving Course	যুক্তরাজ্য	প্রশিক্ষণ	১৭/০৯/১৭ হতে ৩০/০৯/১৭		০৩
১১.	Advanced Training Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons for Police First Responders	কোরিয়া	প্রশিক্ষণ	২৫/০৯/১৭ হতে ২৯/০৯/১৭		০১
১২.	বন্যা ও ভূমিকম্পের উপর মহড়া	ভারত	মহড়া	১০/১০/১৭ হতে ১৩/১০/১৭	দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবিত	০৩
১৩.	Emergency Rescue and Response	কোরিয়া	প্রশিক্ষণ	১৬/১০/১৭ হতে ০৩/১১/১৭		০৪
১৪.	Factory Acceptance Test (FAT)	জার্মানি	পরিদর্শন	১৭/১০/১৭ হতে ২৯/১০/১৭		০৬
১৫.	Advanced Training Course on Assistance and Protection Against Chemical Weapons for Police First Responders	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৩/১০/১৭ হতে ২৭/১০/১৭		০২
১৬.	Exposure visit to Beijing, China under Sharing and Learning on Community Based Disaster Management in Asia Phase II (CBDM Asia II)	চীন	কর্মসূচি	০৬/১১/১৭ হতে ০৯/১১/১৭		০১
১৭.	3rd Korea International Safety & Security Expo'	কোরিয়া		১৫/১১/১৭ হতে ১৭/১১/১৭		০২
১৮.	International Elite	সিঙ্গাপুর	ওয়ার্কশপ	২১/১১/১৭ হতে		০৫

	Rescuers Exchange (IERE) Workshop			২৬/১১/১৭		
১৯.	The 6th FORUM for Advanced Fire Education/Research in Asia 2017	জাপান		২৩/১১/১৭ হতে ২৪/১১/১৭	Tokyo University of Science	০৩
২০.	Industrial Fire & Hazrd Training	থাইল্যান্ড	প্রশিক্ষণ	১৫/০১/১৮ হতে ১৮/০১/১৮	Ezzy Automation	০১
২১.	Community Based Disaster Management Programme in Asia II (CBDM ASIA II)	নেপাল	শিক্ষা সফর	৩১/০১/১৮ হতে ০৩/০২/১৮	CBDM Asia II programme UNDP Bangladesh.	০১
২২.	Comprehensive Crisis Management CCM18-1	আমেরিকা	প্রশিক্ষণ	০৮/০২/১৮ হতে ১৪/০৩/১৮	Asia Pacific Center for Security Studies, 2058 Honolulu, USA	০১
২৩.	Emergency Services Reform and SAARC Rescue Challenge	পাকিস্তান	প্রশিক্ষণ	২০/০২/১৮ হতে ২২/০২/১৮	পাঞ্জাব ইমারজেন্সি সার্ভিস	০২
২৪.	2018 Seminar on Official Development Assistance for Bangladesh	চীন	সেমিনার	২০/০৩/১৮ হতে ০৯/০৪/১৮	Academy for Internati-onal Business Officials (AIBO), commerce Ministry, P.R. China	০২
২৫.	International Fire Conference and Exhibition 2018	মালয়েশিয়া	সেমিনার	২৭/০৩/১৮ হতে ২৯/০৩/১৭		০১
২৬.	Ashok Leyland at DEF Expo 2018	ভারত	পরিদর্শন	১১/০৪/১৮ হতে ১৪/০৪/১৮	Ashok Leyland ltd, India	০১
২৭.	China (Kunming) Southeast Asia & South Asia Fire Safety and Emergency Rescue Technology Expo	চীন	প্রোগ্রাম	১৬/০৪/১৮ হতে ১৮/০৪/১৮	Guanghou Lisheng Exhibition Co., Ltd.	০২
২৮.	Sub Regional Table Top Exercise 2018 (TTX 2018)	ইন্দোনেশিয়া	সেমিনার	২৪/০৪/১৮ হতে ২৬/০৪/১৮		০১
২৯.	PEER Swift water Rescue (SWR) Reegional Pilot Course	নেপাল	প্রশিক্ষণ	২৬/০৪/১৮ হতে ১০/০৫/১৮		০৫
৩০.	Hazmat Training Course	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৯/০৪/১৮ হতে ১৩/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স	২৫
৩১.	Structural Fire Fighting	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	২৯/০৪/১৮ হতে	ফায়ার সার্ভিস ও	২৫

	Training Course			১৩/০৫/১৮	সিভিল ডিফেন্স	
৩২.	Factory Acceptance Test (FAT)	অস্ট্রিয়া	পরিদর্শন	০৬/০৫/১৮ হতে ১০/০৫/১৮		০৫
৩৩.	Fire Asia 2018	হংকং	কনফারেন্স	০৭/০৫/১৮ হতে ০৯/০৫/১৮	Fire Services Academy, Hong Kong	০২
৩৪.	Hazmat Training Course	মালয়েশিয়া	পরিদর্শন	১০/০৫/১৮ হতে ১৩/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০৩
৩৫.	Structural Fire Fighting Training Course	মালয়েশিয়া	পরিদর্শন	১০/০৫/১৮ হতে ১৩/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০৩
৩৬.	Train the Trainers Trainnig Course	চেক প্রজাতন্ত্র	প্রশিক্ষণ	১৬/০৫/১৮ হতে ২৪/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০১
৩৭.	Hazmat Training Course	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	১৬/০৫/১৮ হতে ৩০/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স	২৫
৩৮.	Structural Fire Fighting Training Course	মালয়েশিয়া	প্রশিক্ষণ	১৬/০৫/১৮ হতে ৩০/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	২৫
৩৯.	Hazmat Training Course	মনিটর	পরিদর্শন	২৫/০৫/১৮ হতে ২৮/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স	০৩
৪০.	Structural Fire Fighting Training Course	মনিটর	পরিদর্শন	২৫/০৫/১৮ হতে ২৮/০৫/১৮	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	০৩
৪১.	IFCCA 2018 Fire Preventive/ International Rescue Team Joint Dirll	জাপান	সেমিনার	৩০/০৫/১৮ হতে ০১/০৬/১৮		০২
৪২.	International Search and Rescue Advisor Group (INSARAG) Asia-Pacific Regional Earthquake Exercise (ERE) 2018	ফিলিপাইন		২৬/০৬/১৮ হতে ২৯/০৬/১৮	INSARAG Asia-Pacific (AP), Philippines	০১
৪৩.	INSARAG) Asia-Pacific Regional Earthquake Exercise (ERE) 2018	ফিলিপাইন		২৬/০৬/১৮ হতে ২৯/০৬/১৮		০৪
মোট=						**১৪৪ জন**

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের কয়েকটি স্থিরচিত্রঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রদত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণের কয়েকটি স্থিরচিত্রঃ

স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণঃ

দেশের ভূমিকম্প ঝুঁকিতে থাকা এলাকাগুলোতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ৬২,০০ স্বেচ্ছাসেবক তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৪০,৭০০ স্বেচ্ছাসেবীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে ৩,১০০ নতুন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রস্তুত করার পাশাপাশি ২১০ জন ভলান্টিয়ারকে সতেজকরণ কোর্স করানো হয়েছে।

মিরপুর ট্রেনিং কমপ্লেক্সে স্বেচ্ছাসেবকগণ হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবীরা ফায়ার সার্ভিসের সাথে মিরপুর ঝুটপট্টি অগ্নিকান্ডে কাজ করছেন

ডিজাষ্টার রেসপন্স এক্সারসাইজে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ ফায়ার সার্ভিসের সহযোগী বাহিনী হিসেবে অংশ নিয়েছেন

মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ ও মহড়াঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নিকান্ড ও দুর্ঘটনা রোধে ১,০৯,৩৬০ জন নাগরিককে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ৩২,১০০ জনকে নিয়ে যৌথ মহড়া সম্পন্ন করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ৩১০০ জন কোমলমতি শিক্ষার্থীকে অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক সাধারণ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এন্ড কলেজে এক্সটিংগুইশারের সাহায্যে অগ্নি নির্বাপণের কৌশল শিখছে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

মহড়ায় বহুতল ভবনে আটকে পড়াদের ম্যাগিরাসযোগে উদ্ধারের চিত্র

১০। জরুরি সেবা প্রদান কার্যক্রমের বিবরণী-

(ক) অগ্নিদুর্ঘটনাঃ

- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সর্বমোট অগ্নিকান্ডের সংখ্যা- ১৬৭৭২ টি, তন্মধ্যে শুধুমাত্র গার্মেন্টস সেক্টরে অগ্নিকান্ডের সংখ্যা ২৭০ টি।
- ১৬৭৭২ টি অগ্নিকান্ডে ক্ষতির পরিমাণ-২৫৭,৮১,৬৬,৮১৮/- টাকা এবং উদ্ধারের পরিমাণ-১৩৩৬,৪২,০৩,৪৪৪/- টাকা।
- ২৭০ টি গার্মেন্টস কারখানায় ক্ষতির পরিমাণ-২৪,৪৯,৫৮,০০০/-টাকা ও উদ্ধারের পরিমাণ-৫৪,৫৮,৪১,০০৯/-টাকা।

সাভার, আশুলিয়াস্থিত মাল্টিফ্যাবস ফ্যাক্টরিতে অগ্নি নির্বাপণ কাজে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ

রাজারবাগস্থিত তেলের গুদামে অগ্নিনির্বাপণ করছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মীবৃন্দ

(খ) সড়ক দুর্ঘটনাঃ

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় মোট উদ্ধার
সড়ক দুর্ঘটনা	৬২৭৯	১১২০১	২১১৭	১৩৩১৮

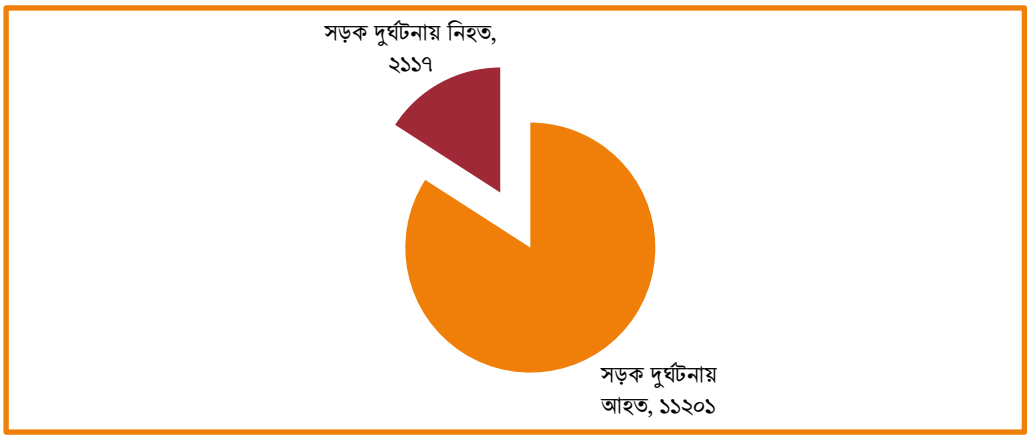

সড়ক দুর্ঘটনায় আটকে পড়াদের উদ্ধারে সদর দপ্তর ও তেজগাঁও ফায়ার স্টেশনের কর্মতৎপরতা

(গ) নৌ দুর্ঘটনাঃ

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় মোট উদ্ধার
নৌ দুর্ঘটনা	৫৩০	৫৭১	৬৪৩	১২১৪

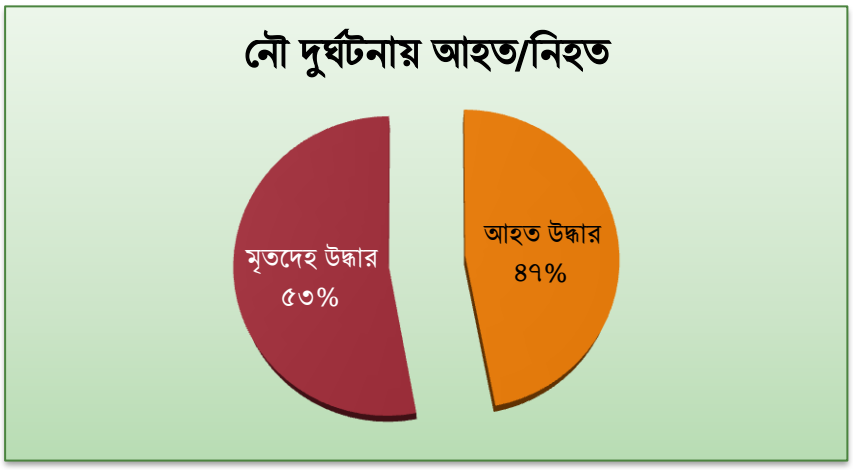

ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি মানিকগঞ্জে নৌ দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া শিশু উদ্ধার করছেন

জামালপুরে পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করছেন ফায়ার সার্ভিসের জনৈক ডুবুরি

(ঘ) ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন/ জলোচ্ছ্বাসঃ

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	আহত উদ্ধার	নিহত উদ্ধার	মোট উদ্ধার
ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন/ জলোচ্ছ্বাস	৪৭	৯২৯	১৯	৯৪৮

ঘূর্ণিঝড়ের পর উপড়ে পড়া গাছ অপসারণ করে জনজীবন স্বাভাবিক করায় নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ

ঘূর্ণিঝড়ের পর জনজীবন স্বাভাবিক করায় নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ

(ঙ) বন্যাঃ

বিষয়	বন্যায় আক্রান্ত জেলার সংখ্যা	আহত উদ্ধার	নিহত উদ্ধার	মোট উদ্ধার
বন্যা	০৪টি	৯৩	-	৯৩

রাজশাহীতে আকস্মিক বন্যায় উদ্ধার ও বন্যার্তদের মাঝে জেলা প্রশাসকের বরাদ্দকৃত ত্রাণ বিতরণ করছেন ফায়ার সার্ভিসের ওয়াটার রেসক্যু ইউনিটের সদস্যবৃন্দ

রাজশাহীতে সংগঠিত আকস্মিক বন্যায় জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁধ রক্ষা কাজে অংশগ্রহণ করেছেন ফায়ার সার্ভিস সদস্য

চ) ভবন ধস

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় মোট উদ্ধার
ভবন ধস	১০	৩	৫	০৮

(ছ) পাহাড় ধসঃ

বিষয়	দুর্ঘটনার সংখ্যা	দুর্ঘটনায় আহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় নিহত উদ্ধার	দুর্ঘটনায় মোট উদ্ধার
পাহাড় ধস	৫২	৫২	৯১	১৪৩

রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরের পাহাড়ধসে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস এর উদ্ধারকারীরা

মংজয়পাড়া , ঘুমধূম বান্দরবন-এর পাহাড়ধসে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিস এর উদ্ধারকারীরা

৩নং জঙ্গাল সলিমপুর, সীতাকুন্ড এর পাহাড়ধসে উদ্ধার কার্যক্রম চালাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধারকারীরা

(জ) রোগী পরিবহনঃ

বিষয়	এ্যাম্বুলেন্স কলের সংখ্যা	পুরুষ রোগী পরিবহণ	মহিলা রোগী পরিবহণ	মোট রোগী পরিবহণ
রোগী পরিবহন	১৬০৩৯	৯১৮৪	৬৬৯৯	১৫৮৮৩

ভলান্টিয়ারের সহায়তায় রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য এ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছে

২০১৭-১৮ সালে সংগৃহীত এ্যাম্বুলেন্স যোগে হাসপাতালে রোগী পরিবহন করছেন ফায়ার সার্ভিস সদস্যবৃন্দ

(ঝ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে পরিদর্শন কার্যক্রমঃ

বহুতল ভবনে অগ্নিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পরিচালিত পরিদর্শন অনুযায়ী-

ক্রঃ	ব্যবহার অনুযায়ী বহুতল ভবনের ক্যাটাগরি	খুবই ঝুঁকিপূর্ণ	ঝুঁকিপূর্ণ	সন্তোষজনক	সর্বমোট
১.	শপিংমল/ মার্কেট	৬৭৪	৮৯৭	২৪	১৫৯৫
২.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩৩৬	১০৭২	১১৯	১৫২৭
৩.	ব্যাংক	১১	৫৯৩	২০১	৮০৫
৪.	স্বাস্থ্য সেবা	১৩৪	৫০২	৬৩	৬৯৯
৫.	আবাসিক হোটেল	২৯	৪৩৩	৭১	৫৩৩
৬.	মিডিয়া সেন্টার	০৩	২১	২৪	৪৮
মোট		১১৮৭	৩৫৮১	৫০২	৫২০৭

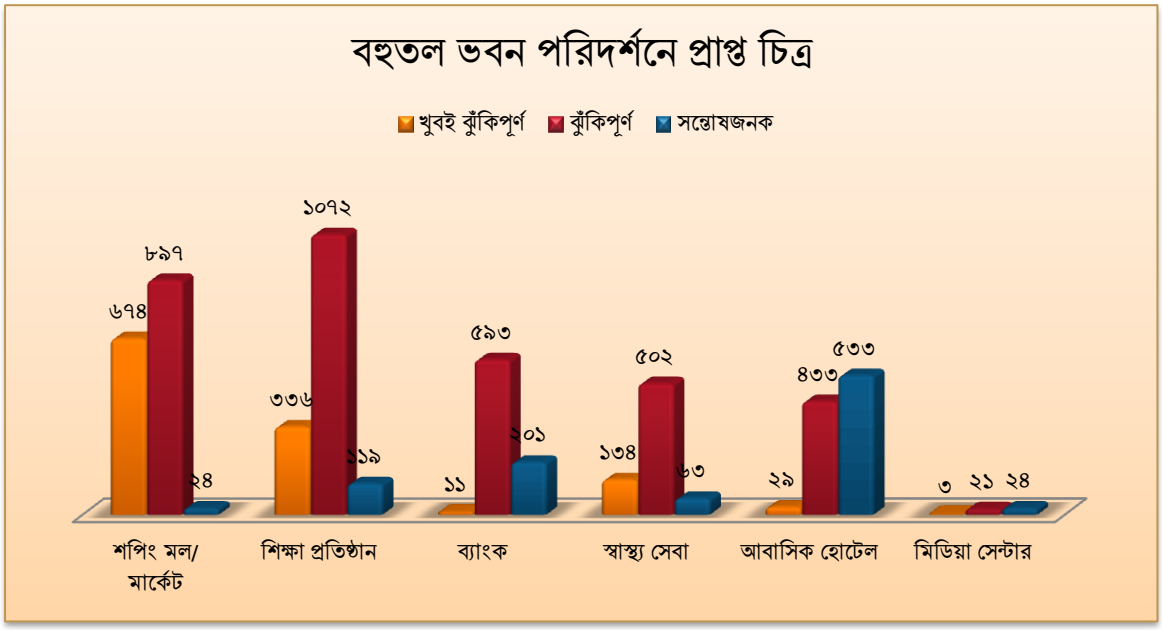

১১। নাগরিক সেবায় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

(ক) নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রমঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত নাগরিক সেবাসমূহের মধ্যে ০২টি সেবা অনলাইনে উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে নাগরিকদের সময়, শ্রম ও ভিজিট কমিয়ে এনে ভোগান্তি লাঘবে সমর্থ হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে অধিদপ্তরের ইনোভেশন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিম্নরূপ-

কর্মপরিকল্পনায় কতটি কার্যক্রম যুক্ত আছে?	কতটি কার্যক্রম শুরু হয়েছে?	যেগুলো হয়েছে সেগুলোর আনুমানিক অগ্রগতির হার(%)	পরিকল্পিত সময় অনুযায়ী কতটি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা?	মন্তব্য
০৪টি	০২টি	১০০%	০২টি	

(খ) তথ্য অধিকার আইনঃ তথ্য অধিকার ২০০৯-অনুযায়ী অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এ দায়িত্ব পালন করছেন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ আইনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তথ্য ফরম পূরণ সাপেক্ষে তথ্য চেয়ে কোন আবেদন করেনি।

(গ) উত্তম চর্চাঃ

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উদ্ধার ও শিবিরে দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণদানঃ মানবিক কারণে মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দিয়েছে। জীবন রক্ষার্থে নিজভূম ছেড়ে আসা এসব শরণার্থীদের অনেকেই ছিলো আহত/অসুস্থ। এরূপ ৮৫৯ জন আহত/ অসুস্থ শরণার্থীকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিজ এ্যাম্বুলেন্সযোগে হাসপাতালে স্থানান্তর করেছে। এছাড়া অধিদপ্তরের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে উখিয়ার কুতুপালং এবং টেকনাফে মোট ০২টি স্যাটেলাইট স্টেশন চালু করে যেগুলো শিবিরসমূহে সংগঠিত ৪৫টি অগ্নিকান্ড ২টি পাহাড় ধস, ০৮টি সড়ক দুর্ঘটনা, ২টি নৌ দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য ১০টি দুর্ঘটনায় সাড়া দিয়েছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বসবাসকারী ১,৫০০ জন শরণার্থীকে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক নিবন্ধনকালে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক ১৮টি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

ফায়ার সার্ভিস হতে দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন রোহিঙ্গা শরণার্থীগণ

জঙ্গি দমনাভিযানে অংশগ্রহণঃ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অকুতোভয় কর্মীবৃন্দ ২০১৭-১৮ সালে অন্যান্য বাহিনীর সাথে যৌথভাবে ১৯টি জঙ্গী বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করেছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়িতে ১১মে ২০১৭ তারিখে পরিচালিত জঙ্গী বিরোধী অভিযানে এ অধিদপ্তরের ফায়ারম্যান জনাব মো: আব্দুল মতিন শাহাদাৎ বরণ করার পর এ ধরণের অভিযানে অধিদপ্তরের সক্ষমতা বাড়াতে ২০১৭-১৮ সালে র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল ও এপিবিএন বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে ইতোমধ্যে মোট ১৯৯ জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

জঙ্গি দমনাভিযানে অন্যান্য বাহিনীর সাথে ফায়ার সার্ভিস

জঙ্গি দমনাভিযানে অগ্রসরমান ফায়ার সার্ভিস এর বিশেষ ইউনিট

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমঃ ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে পিছিয়ে না থেকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষত ফেসবুকের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছে। এ অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া, সেবা সহজীকরণে নতুন নতুন আইডিয়া, অভিযোগ-অনুযোগ ও মতামত বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুবিধা কাজে লাগাচ্ছে। পাশাপাশি ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারের ভিডিও কলিং সুবিধা ব্যবহার করে অপারেশনাল কাজে উর্ধ্বতন ও বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে পরামর্শ নেয়া হচ্ছে। তাৎক্ষণিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এ বহুমাত্রিক ব্যবহার ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে।

ফেসবুক এর বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের প্রতিক্রিয়া জানা যাচ্ছে আবার জনহিতকর প্রচারণাও চালানো যাচ্ছে

<u>জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্ক "৯৯৯"-এ অন্তর্ভুক্তিঃ</u> জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র "৯৯৯" এর মাধ্যমে এ্যাম্বুলেন্স সেবা নিশ্চিত করাসহ যে কোন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মীগণ অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি এ জরুরি সেবা কেন্দ্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। এ হেল্পলাইন ব্যবহার করে ২০১৭-১৮ সালে ৫৭৮৭ টি অগ্নিকান্ডের এবং ২৯৯৭টি দুর্ঘটনার সংবাদ গ্রহণ এবং তাতে অধিদপ্তরের কর্মীদের তাৎক্ষণিক সাড়া প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।

জাতীয় জরুরি নেটওয়ার্ক "৯৯৯"-এ দায়িত্বরত ফায়ার সার্ভিস সদস্য

<u>রোড টহলঃ</u>

বর্তমানে সড়কপথ ব্যবহারকারীদের নিকট দুর্ঘটনা একটি দুর্যোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় বর্তমানে প্রতিবছর মৃত্যুহার ৬০ জনের অধিক। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর যে কোন সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হবার পর উদ্ধারকাজে নিয়োজিত হয়। স্টেশনের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় দ্রুত সাড়াদান নিশ্চিতকল্পে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সড়ক/ মহা-সড়কের ৯৪টি স্থানে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত উদ্ধার যান ও এ্যাম্বুলেন্স ইউনিট মোতায়েন করা হয়েছে। তাছাড়া, ঈদের সময় গাড়ির গতিবেগ সীমিত রাখার জন্যও এ সকল ইউনিট প্রচারণা চালিয়ে থাকে। গতবছর চালু হওয়া এ মহতি উদ্যোগটি একটি Best Practice হিসাবে জনগণের নিকট সমাদৃত হওয়ায় এ বছরও চর্চাটি অনুসৃত হচ্ছে।

সড়কের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত ফায়ার সার্ভিস ইউনিট

ঝুঁকিপূর্ণ সড়কে টহল দিচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের রোড রেসক্যু ইউনিট

<u>পশু -পাখি উদ্ধারঃ</u>

কেবল অগ্নিকান্ড, সড়ক ও নৌ দুর্ঘটনা বা ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হলেই নয়, ছোট ছোট ঘটনায়ও ছুঁটে গিয়ে প্রাণ বাজি রাখছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের উদ্যোমী কর্মীগণ। হোক সেই পশু-পাখি আর হোক মানুষ। রাজশাহীতে তারে জড়িয়ে যাওয়া বসন্ত বাউরি উদ্ধার, বগুড়ার ধূনটে পরিত্যক্ত কূপে পড়ে যাওয়া ছাগল উদ্ধার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গাছ হতে আহত বাজ পাখি উদ্ধার, লালবাগে ওয়াটার রিজার্ভার ট্যাংকে পড়ে যাওয়া কোরবানীর পশু উদ্ধার, বহুতল ভবনের কার্নিশ হতে পোষা বিড়াল উদ্ধার প্রভৃতি নজর কেড়েছে এলাকাবাসীর। তারা জীবের প্রতি এ ধরণের সহমর্মিতা ও সদয় হওয়ায় ফায়ার সার্ভিস ও তাদের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

সুউচ্চ ভবনের কার্নিশ হতে জীবনের ঝুকিঁ নিয়ে পোষা বিড়াল উদ্ধার করছে ফায়ার সার্ভিস কর্মী

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সড়ক ও নৌপথে বিশেষ সেবা কার্যক্রম পরিচালনাঃ

পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে সড়ক ও নৌ পথে যাতায়াতকারীদের প্রতিবছরই দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়। এসব উৎসবে নিজ নিজ গন্তব্যে যাতায়াতকারী নারী, বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের লঞ্চ/ট্রলার ও বাসে উঠতে গিয়ে যেন দুর্ঘটনায় আহত নিহত না হয় তার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীগণ বিশেষ সহায়তা করাসহ তাদের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ এবং সংশ্লিষ্ট লঞ্চঘাটে সতর্কতামূলক মাইকিং করেছে।

বয়সের ভারে ন্যুব্জ বৃদ্ধকে নিজ কাঁধে নিয়ে ঘাট পার করছেন ফায়ার সার্ভিস কর্মী

বোট/সি-বোট/ লঞ্চে উঠানামায় সহযোগিতা করছেন ফায়ার সার্ভিস সদস্য

ধূমপান মুক্ত এলাকা ঘোষণাঃ

ধূমপানে বিষপান। ধূমপানের ফলে ধূমপায়ী একদিকে যেমন নিজেকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে থাকে অন্যদিকে অসতর্ক ধূমপায়ীর জ্বলন্ত অবশিষ্টাংশ হতে সৃষ্ট আগুনে প্রতিবছর জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মূল কার্যাবলীর একটি হওয়ায় মনস্তাত্ত্বিকভাবে ধূমপান পরিহার করার আবশ্যকতায় অধিদপ্তরসহ আওতাধীন সকল দপ্তর ও স্টেশনকে ধূমপানমুক্ত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া অধিদপ্তরসহ আওতাধীন দপ্তর/স্টেশনের দর্শনীয় স্থানে "ধূমপানকে না বলুন" স্টিকার লাগানোর মাধ্যমে একে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

(ঘ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাঃ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার আওতায় অধিদপ্তরের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে অধিদপ্তরে এমন কোন অভিযোগ নেই যার নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

১২। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত বরাদ্দবিহীন প্রকল্প সমূহ:

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম
১।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
২।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ২৬টি দপ্তর/ আবাসিক ভবন নির্মান প্রকল্প।
৩।	কক্সবাজার ডিএডি দপ্তরসহ কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সৈকত স্থল কাম নদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৪।	ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও তৎসংলগ্ন এলাকায় নতুন ০৭টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।

৫।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৮০টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৬।	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৩২টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
৭।	স্ট্রেংথেনিং এবেলিটি অব ফায়ার ইর্মাজেন্সি রেসপন্স (সাফার) প্রজেক্ট। Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project.
৮।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাপণ ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প।

(খ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্থাপন প্রকল্প।
২।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্থাপন প্রকল্প।
৩।	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।
৪।	৪০ফুট এয়ার ব্রিদিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং গ্যালারী এবং ঘাটতি রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প।

(গ) ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৮টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
২।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ৭৮টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত স্টেশন

বাস্তবায়নাধীন দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অধীনে নির্মিত স্টেশন

বাস্তবায়নাধীন মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত সরঞ্জামের অংশবিশেষ

১৩। উন্নতমানের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী কার্যপরিকল্পনাঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তিন পর্যায়ে কিছু কার্যপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এগুলো হলোঃ

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা

১. আশুলিয়া, গাজীপুর চৌরাস্তা, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, কোনাবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, কাঁচপুর ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে ও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানায় ১টি করে মোট ৭টি নতুন ফায়ার স্টেশন (এ শ্রেণি) স্থাপন;

২. ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ভারী অগ্নিনির্বাপক গাড়ি-পাম্প ও উদ্ধার সাজ-সরঞ্জাম বর্তমান অধিদপ্তর থেকে ঢাকা শহরের অন্যত্র নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরকরণ;
৩. উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ, সিটি কর্পোরেশন এবং পৌর এলাকায় যে কোন আবাসিক প্রকল্পে অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের জন্য স্থান সংরক্ষণ বাধ্যতামূলককরণ;
৪. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স নিয়োগ বিধিমালা ১৯৯৯ সংশোধন;
৫. প্রাধিকার অনুযায়ী পদ সৃজন ও পদায়ন;
৬. সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পদক প্রদান বিধিমালা সংশোধন;
৭. দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;
৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য বাহিনীর ন্যায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগকে Essential Service হিসেবে গণ্য করে স্বল্প মূল্যে রেশন প্রদান;
৯. পোশাক বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা

১. শিল্প এলাকা (গার্মেন্টস শিল্প) এবং ঢাকাসহ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশনভুক্ত এলাকাসমূহে অপারেশনাল ইউনিট বা ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি;
২. শহর এলাকায় অগ্নি নির্বাপণ কার্যে পানির স্বল্পতা/দুষ্প্রাপ্যতা দূরীকরণের লক্ষ্যে হাইড্রেন্ট ব্যবস্থা স্থাপন;
৩. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন;
৪. সকল জেলায় প্রথম শ্রেণি পদমর্যাদার পদ সৃজন ও পদায়ন;
৫. ঝুঁকিভাতা বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৬. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অন্যান্য বাহিনীর সাথে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ;
৭. অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কার্যে উচ্চতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের জন্য এ বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য উচ্চতর বৈদেশিক প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধিকরণ;
৮. উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন;
৯. বিদ্যমান 'বি' শ্রেণির ফায়ার স্টেশনকে 'এ' শ্রেণিতে এবং 'সি' শ্রেণির ফায়ার স্টেশনকে 'বি'শ্রেণিতে উন্নীতকরণ;
১০. বিদ্যমান নদী ফায়ার স্টেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডুবুরির সংখ্যা বৃদ্ধিসহ আধুনিক সাজসরঞ্জমাদি বৃদ্ধিকরণ;
১১. প্রতি বিভাগে উন্নতমানের প্রযুক্তিসম্পন্ন কারিগরি কারখানা স্থাপন;
১২. কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় ফায়ার স্টেশনসমূহের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ, অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;
১৩. INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) সুপারিশমালা বাস্তবায়ন।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

১. আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন অগ্নি নির্বাপক ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং অপারেশনাল বহরে সংযোজন;
২. অপারেশনাল কর্মী বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত ও আধুনিক প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য বর্তমান ট্রেনিং কমপ্লেক্সটি ট্রেনিং একাডেমিতে রূপান্তর;
৩. অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান ও ভূমিকম্প মোকাবেলায় জনসাধারণের করণীয় সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়ার বিষয়টি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
৪. অগ্নিকাণ্ডের কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলামত পরীক্ষার জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি নির্মাণ;
৫. সেবার মান বৃদ্ধিকল্পে অধিদপ্তরের অপারেশনাল কার্যক্রমকে (১) অগ্নিনির্বাপণ (২) উদ্ধার ও (৩) প্রাথমিক চিকিৎসা ইউনিট-এ বিভক্তকরণ এবং এতদসংক্রামত্ম নীতিমালা প্রণয়ন;
৬. জনসাধারণ ও শিক্ষার্থীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অগ্নিনির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি জাদুঘর স্থাপন;
৭. কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
৮. ২০২১ সালের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা;
৯. Fire and Safety learning Centre,ICT Cell ও Media Cell স্থাপন।

লাইফ সেভিং টিপস

[জানতে হবে,....মানতে হবে]

অগ্নি-দুর্ঘটনা মোকাবেলায় করণীয়

- অসাবধানতাই অগ্নিকান্ডের প্রধান কারণ। অগ্নি প্রতিরোধে সচেতন হোন;
- রান্নার পর চুলার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে ফেলুন। গ্যাসের চুলা হলে ফুঁ দিয়ে না নিভিয়ে রান্না শেষ হলে চুলার চাবি ভালো করে বন্ধ করে দিন;
- বিড়ি বা সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ নিভিয়ে নিরাপদ স্থানে ফেলুন;
- ছোট ছেলে-মেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা থেকে বিরত রাখুন;
- দাহ্যবস্তু আছে এমন স্থানে খোলা বাতির ব্যবহার বন্ধ রাখুন। জরুরি প্রয়োজনে খোলা বাতি ব্যবহারে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখুন। ঘর-বাড়িতে খোলা বাতি জ্বালিয়ে কখনো ঘুমিয়ে পড়বেন না। লোকশূন্য জায়গায় খোলা বাতি জ্বালিয়ে রাখা নিরাপদ নয়;
- রান্নাঘরের দরজা-জানালা বন্ধ রেখে গ্যাসের চুলা জ্বালানো অত্যন্ত বিপজ্জনক। গ্যাসের চুলা জ্বালানোর আগে অবশ্যই রান্না ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিন;
- অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা নিয়মিত ভবনের বৈদ্যুতিক কেবল ও ফিটিংস পরীক্ষা করুন;
- ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক ফিটিংসও তার দ্রুত বদলে ফেলুন;
- অগ্নি নিরাপত্তার জন্য সবসময় আপনার ভবনে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র, দুই বালতি পানি বা বালু মজুদ রাখুন;
- বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বাধাহীনভাবে প্রবেশ করা যায় এমন স্থানে স্থাপন করুন। অগ্নি দুর্ঘটনার শুরুতেই বৈদ্যুতিক মেইন সুইচ বন্ধ করুন;
- ব্যবহার শেষে বৈদ্যুতিক বাতি, ফ্যান, কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিভিশন ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির (যেগুলোর জন্য প্রয়োজন নয়) বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন। ফ্রিজসহ যেসব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের বৈদ্যুতিক সংযোগ সবসময় সচল রাখা প্রয়োজন, সেসব সরঞ্জামের ক্ষেত্রে লুজ কানেকশন এড়িয়ে চলুন এবং স্ট্যাবিলাইজার ও ননস্পার্কিং বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবহার করুন;
- বাসগৃহ, কল-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি স্থাপন করুন, শান্তিকালীন সময়ে তা পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা ব্যবহার করুন;
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স হতে অগ্নি প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন;
- প্রতিটি শিল্পকারখানা ও সরকারি-বেসরকারি ভবনে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ অনুযায়ী অগ্নি-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করুন;
- স্থানীয় ফায়ার স্টেশনের ফোন নম্বর সংরক্ষণ করুন এবং যে কোন জরুরি অবস্থায় সাহায্যের জন্য সংবাদ দিন। জাতীয় জরুরি সেবা কেন্দ্র ৯৯৯-এ বা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে ০২-৯৫৫৫৫৫৫ নম্বরে ফোন করুন।

ভূমিকম্পসৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সীমিত রাখার জন্য করণীয়

ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এখণ পর্যন্ত এই দুর্যোগের পূর্বাভাষ দেয়ার কোনো যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। এ কারণে ভূমিকম্প দুর্যোগ মোকাবেলায় বা এ ধরনের দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সীমিত রাখার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকম্পের পূর্বে করণীয়

- ভূমিকম্প কী, কেন সংঘটিত হয়, এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমন হয়, কতক্ষণ স্থায়ী থাকে, ভূমিকম্পের পূর্বে, ভূমিকম্পের সময় এবং এর পরে কী করণীয় ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অবহিত হোন এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে তা আলোচনা করুন;
- ভূমিকম্প নিরাপত্তা সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বা অন্য কোনো পেশাদারী সংগঠন থেকে প্রশিক্ষণ নিন এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা করুন;
- ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করুন, ভূমিকম্প ঝুঁকি সম্পর্কে জানুন এবং এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হোন এবং পরিবারের সদস্যদের অবহিত করুন;
- ভূমিকম্পকালীন আশ্রয়স্থলের জন্য উপযুক্ত স্থান সম্পর্কে ধারণা নিন এবং পরিবারের সদস্যদের তা জানান;
- ভূমিকম্পের সময় নিজেকে নিরাপদ রাখার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শুকনো খাবার, পানি, ব্যাটারি চালিত টর্চ, রেডিও, অধিক ব্যাটারি শক্তিসম্পন্ন মোবাইল ফোন, হেলমেট, বাঁশি, হাতুড়ি, কুঠার ও প্রদর্শনের জন্য লাল কাপড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করুন;
- মনে রাখবেন ভূমিকম্প নিজে মানুষকে আঘাত করে না। মানুষের তৈরি ঘর-বাড়ি বা দুর্বল স্থাপনা, অবকাঠামো ভেঙে পড়ায় মানুষ হতাহত হয়;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) অনুসরণ করে ভবন নির্মাণ করুন,
- ভূমিকম্পের আগাম পূর্বাভাস দেওয়ার কোন যন্ত্র এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সুতরাং সচেতনতা এবং পূর্ব প্রস্তুতিই ভূমিকম্প মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়;
- গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সংযোগ ঝুঁকিমুক্ত কি-না তা নিয়মিত পরীক্ষা করুন। এগুলো বাড়ি/বাসার কোথায় অবস্থিত এবং কিভাবে বন্ধ করতে হয় তা সকলকে জানিয়ে রাখুন;
- জরুরি অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সম্ভাব্য একাধিক পথসহ বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গা পরিবারের সকলকে দেখিয়ে রাখুন;
- ঘরের ভারি আসবাপত্র (যেমন-আলমারি, শেলফ, ফুলের টব, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি) যাতে ভূম্পিকম্পে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা না ঘটাতে পারে, সেজন্য যথাসম্ভব পেছন থেকে আংটা লাগিয়ে দেয়ালের সাথে আটকে রাখুন;
- ভারী ও ভঙ্গুর জিনিসপত্র অপ্রয়োজনীয় হলে ভবন থেকে সরিয়ে ফেলুন, প্রয়োজনীয় হলে শেলফের নিচের তাকে রাখুন;
- ফায়ার স্টেশন, হাসপাতাল/ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহের টেলিফোন নম্বর ভবনের/ফ্ল্যাটের প্রকাশ্য ও দৃশ্যমান স্থানে লিখে রাখুন যেন তা সকলে দেখতে পারে;

যথাযথ সচেতনতা এবং প্রস্তুতি ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি আশানুরূপভাবে কমাতে পারে

ভূকম্পণের সময় করণীয়

- ভূকম্পন অনুভূত হলে শান্ত থাকুন; আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করবেন না, অপ্রয়োজনে কিংবা না বুঝে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়ি থেকে বের হবার চেষ্টা করবেন না;
- স্থির থাকুন, মাথা ঠান্ডা রাখুন। আপনি যদি ভবনের নিচ তলায় থাকেন, তাহলে দ্রুত বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসুন;
- যদি ভবনের উপর তলায় থাকেন, তাহলে কক্ষের নিরাপদ স্থানে যেমন শক্ত খাট বা টেবিলের নিচে, বিম বা কলামের পার্শ্বে, অথবা রুমের কর্নারে আশ্রয় নিন। বসে পড়ুন এবং বালিশ, কুশন, হেলমেট বা নিজের দুই হাত মাথার উপরে দিয়ে মাথা সুরক্ষিত করুন;

- ভূমিকম্পের সময় বিছানায় থাকলে, বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে নিন; অতঃপর টেবিল, ডেস্ক বা শক্ত কোন আসবারের নিচে আশ্রয় নিন এবং তা এমনভাবে ধরে থাকুন যেন মাথার উপর থেকে সরে না যায়। এছাড়া শক্ত দরজার চৌকাঠের নিচে ও পিলারের পাশে আশ্রয় নিতে পারেন;
- বারান্দা, ব্যালকনি, জানালা, বুকশেলফ, আলমারি, কাঠের আসবাবপত্র, বাঁধানো ছবি বা অন্য কোন ঝুলন্ত ভারী বস্তু থেকে দূরে থাকুন;
- রান্নাঘরে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বের হয়ে আসুন;
- সম্ভব হলে বাড়ির বিদ্যুতের মূল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন ও গ্যাসের চাবি বন্ধ করুন;
- লিফট ব্যবহার করবেন না;
- উচুঁ বাড়ির জানালা, বারান্দা বা ছাদ থেকে লাফ দেবেন না;
- ঘরের বাইরে থাকলে গাছ, উচুঁ বাড়ি, বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে খোলা স্থানে আশ্রয় নিন;
- জনাকীর্ণ স্থানে (যেমন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, হাসপাতাল, সিনেমা হল, মার্কেট) থাকলে বাইরে বের হওয়ার জন্য দরজার সামনে ভিড় কিংবা ধাক্কাধাক্কি করবেন না। পণ্য সামগ্রীর শেলফ থেকে দূরে আশ্রয় নিন এবং দুই হাতে মাথা ঢেকে বসে পড়ুন;
- গাড়িতে থাকলে ওভারব্রিজ, ফ্লাইওভার, গাছ ও বিদ্যুতের খুঁটি থেকে দূরে গাড়ি থামান। ভূকম্পণ না-থামা পর্যন্ত গাড়ির ভেতরেই থাকুন;

- ভাঙ্গা দেয়ালের নিচে চাপা পড়লে বেশি নড়া-চড়ার চেষ্টা করবেন না। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন যাতে ধুলোবালি শ্বাসনালিতে না ঢোকে। সম্ভব হলে দেয়ালের পাশে সরে আসুন এবং উদ্ধাকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করুন;
- মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ থাকলে উদ্ধারকারীদের আপনার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করুন। উদ্ধারকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে না পারলে আপনার পরিচিত অন্য কাউকে ফোন করে তার মাধ্যমে উদ্ধারকারীদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করুন;
- আপনি যদি কোন বিধ্বস্ত ভবনে আটকা পড়েন এবং আপনার ডাক উদ্ধাকারীগণ শুনতে না পায় তাহলে বাঁশি থাকলে বাঁশি বাজিয়ে অথবা হাতুড়ি বা শক্ত কোন কিছু দিয়ে দেয়ালে বা ফ্লোরে জোরে জোরে আঘাত করে উদ্ধাকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন।

ভূমিকম্পের প্রথম ঝাঁকুনির পর পুনরায় ঝাঁকুনি হতে পারে। সুতরাং একবার বাইরে বেরিয়ে এলে নিরাপদ অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভবনে পুনরায় প্রবেশ করবেন না

ভূমিকম্প পরবর্তীকালে করণীয়

- একবার কম্পন হওয়ার পর আবারো কম্পন হতে পারে। তাই প্রথমবার অনুভূত কম্পন থেমে যাওয়ার পর ঘর থেকে সিঁড়ি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে বের হয়ে খালি জায়গায় আশ্রয় নিন;
- বৈদ্যুতিক/টেলিফোনের খুঁটি ও তার, উচুঁ দেয়াল ও ভবন থেকে দূরে থাকুন;
- গ্যাস বা অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গন্ধ পেলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন;
- জরুরি তথ্য পাওয়ার জন্য রেডিও ব্যবহার করুন;
- কেউ অসুস্থ হলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন;
- উদ্ধার কাজে তৎপর সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা করুন;
- উদ্ধারের ক্ষেত্রে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিন;
- বাইরে থাকলে দুর্যোগ শেষে সরকারিভাবে নিরাপদ ঘোষণা আসার পর বা সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়ে অবহিত হওয়ার পর ভবনে প্রবেশ করুন;
- একটি ভূমিকম্পের পর আরও ভূকম্পন হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবন, ব্রিজ ও বিভিন্ন অবকাঠামো থেকে দূরে থাকুন। কারণ পরবর্তী ভূকম্পনে সেগুলো ধসে যেতে পারে।

প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং সঠিক তথ্য জানা ও মানাই হলো ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিজেকে নিরাপদ রাখার অন্যতম প্রধান পন্থা। প্রশিক্ষণ নিন, নিজেকে নিরাপদ রাখুন।

বজ্রপাতে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য করণীয়

- বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশে বজ্রপাতে প্রাণহানির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি বজ্রপাতকেও দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বজ্রপাতের সাথে বৃষ্টিপাতের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সাধারণত বৃষ্টিপাত না হলে বজ্রপাত হয় না। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালীন কালবৈশাখী ঝড়ের সময় এবং বর্ষা মৌসুমে (এপ্রিল-জুন মাসে) প্রচুর বৃষ্টিপাতের সময় ঘন ঘন বজ্রপাত হয়। এ সময় বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য নিম্নোক্ত সতর্কতা অবলম্বন করলে সুফল পাওয়া যাবেঃ
- আকাশে ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে বাইরে বের হওয়া থেকে বিরত থাকুন। জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া আবশ্যক হলে রাবারের জুতা পরে নিন;
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে থাকবেন না;
- বজ্রপাতের সময় ভেজা জুতা পরে বা খালি পায়ে থাকা বিপজ্জনক। এ সময় বিদ্যুৎ অপরিবাহী রাবারের শুকনো জুতা ব্যবহার করা নিরাপদ;
- বজ্রপাতের সময় খালি পায়ে খোলা মাঠে বা বাইরে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন। কিন্তু এ সময় মাটিয়ে শুয়ে পড়া যাবে না। মাটিতে শুয়ে পড়লে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বাড়বে;
- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় থাকলে যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন।
- বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক খুঁটি, তার, ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার, উঁচু গাছ ইত্যাদির সংস্পর্শে থাকবেন না;
- বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং এগুলো বন্ধ রাখুন;
- বজ্রপাতের সময় নদী, পুকুর ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকুন;
- বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটাবেন না। সম্ভব হলে গাড়িটিকে নিয়ে কোন কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিন;
- বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকবেন না। ঘরের ভেতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকুন;
- বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করবেন না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করুন;
- বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখুন এবং নিজেরাও বিরত থাকুন;
- বজ্রপাতের সময় ছাউনিবিহীন নৌকায় নৌভ্রমণ বা মাছ ধরতে যাবেন না। তবে এ সময় আগে থেকেই নদী বা সমুদ্রে অবস্থান করলে মাছ ধরা বন্ধ রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করুন;
- বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করবেন না;
- বজ্রপাতের সময় নিরাপদ থাকতে আগে থেকেই প্রতিটি ভবনে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে খোলা জায়গায় বিপুল লোক সমাগম হয় এমন স্থানেও উঁচু স্থানে বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন করুন;

- বজ্রপাত থেকে বাড়ি-ঘর নিরাপদ রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য আর্থিং সংযুক্ত রড বাড়িতে স্থাপন করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের পরামর্শ নিতে হবে। ভুলভাবে স্থাপিত রড বজ্রপাতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে না;
- খোলা স্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে দূরে অবস্থান করুন;
- বজ্রপাতের সময় কোন বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থান করুন;
- বজ্রপাতে আহতদের বৈদ্যুতিক শকের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে;
- বজ্রপাতে দুর্ঘটনা এড়াতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির প্লাগগুলো লাইন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে;

জাতীয় বিল্ডিং কোডে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাই ভবনে বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করুন।

পাহাড়ধস বা ভূমিধসে জান-মাল নিরাপদ রাখার জন্য করণীয়

সম্প্রতি পাহাড়ধসে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। সাবধান ও সচেতন থাকলে এসব ক্ষেত্রে জান-মালের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়। পাহাড়ধসের দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি এড়াতে নিম্নের শর্তগুলো মেনে চললে সুফল পাওয়া যাবেঃ

পাহাড়ধসের আগে বা শান্তিকালীন সময়ে করণীয়

- পাহাড়ের ঢালে ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে ঘরবাড়ি নির্মাণ বন্ধ করুন;
- পাহাড়ের মাটি/গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকুন;
- আপনার বাসস্থানের চারপাশের ভূমির প্রকৃতি সম্পর্কে জানুন এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হোন;
- পাহাড়ধস সংঘটিত হলে কিভাবে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হয় এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিন এবং পরিবারের সকল সদস্যের সংগে আলোচনা করুন;
- জরুরি মুহূর্তে অনিরাপদ ভবন ত্যাগের একটি পূর্ব-পরিকল্পনা গ্রহণ করুন এবং তা অনুশীলন করুন;
- জরুরি মুহূর্তে ব্যবহার্য সামগ্রী আগে থেকেই একটি ব্যাগে সংরক্ষণ করুন এবং হাতের কাছে রাখুন;
- আপনার এলাকার উদ্ধার ও অন্য সেবা সংস্থাগুলির (ফায়ার সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ ইত্যাদি) জরুরি টেলিফোন নম্বর জেনে নিন এবং প্রয়োজন মুহূর্তে সাহায্যের জন্য দ্রুত সংবাদ দিন;
- প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রচলিত আইন মেনে চলুন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সচেতন হোন, নিরাপদে থাকুন;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য/সংবাদ জানার জন্য ব্যাটারি চালিত রেডিও সংরক্ষণ করুন।

পাহাড়ধস বা দুর্যোগকালীন সময়ে করণীয়

- পাহজাড় বা ভূমিধস শুরু হলে কিংবা ভূমিধসের আলামত টের পেলে দ্রুত নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন;
- কোন মূল্যবান সামগ্রী সাথে নেওয়ার জন্য সময় ব্যয় করবেন না;
- ভারি বৃষ্টিপাত হলে ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন;
- ভূমিকম্পের ফলেও ভূমিধস সংঘটিত হতে পারে। এ বিষয়ে সচেতন ও সাবধান থাকুন;
- কিছু অস্বাভাবিক শব্দ (যেমন গাছপালা ভেঙ্গে পড়া/নুড়ি পাথর গড়িয়ে পড়া) ভূমিধসের পূর্ব আলামত;
- ভূমিধসের ফলে বেশির ভাগ হতাহতের ঘটনা ঘটে যখন লোকজন ঘুমিয়ে থাকে। ভূমিধসের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে (যেমন ভারি বৃষ্টিপাত) সতর্ক ও জাগ্রত থাকুন। পরিবারের সকল সদস্যকে সতর্ক করুন;
- স্থানীয় প্রশাসন/নিরাপত্তা সংস্থার নির্দেশ পেলে দ্রুত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান/অবস্থান ত্যাগ করুন এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিন।

পাহাড়ধস-পরবর্তী করণীয়

- পাহাড়ধস এলাকা থেকে দূরে থাকুন;
- ভূমিধসে কেউ আটকাপড়ার বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার তথ্য জানলে তা ফায়ার সার্ভিসকে অবহিত করুন এবং আঘাতপ্রাপ্ত বা স্বল্প আহত ব্যক্তিকে উদ্ধারে এগিয়ে আসুন। উদ্ধার কর্মীদের কাজে সহায়তা করুন;

- আপনার প্রতিবেশীর পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা চলাফেরায় অক্ষম লোকজনকে উদ্ধারে/নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সহায়তা করুন;
- দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য জানা/দুর্যোগ-পরবর্তী ঘোষণা জানার জন্য রেডিও/টিভির সংবাদ বুলেটিন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

সচেতনতা, প্রশিক্ষণ ও পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ দুর্যোগ মোকাবেলার সর্বোত্তম উপায়।

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা জোরদারের জন্য করণীয়

আমাদের দেশে সংঘটিত অগ্নি দুর্ঘটনার বেশিরভাগ সংঘটিত হয় বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে বা বৈদ্যুতিক গোলযোগ থেকে। এ কারণে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি। নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা যেতে পারেঃ

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য ইলেকট্রিক অ্যাক্ট ১৯১০ এবং ইলেকট্রিক রুলস ১৯৩৯ জানতে এবং মেনে চলতে হবে;

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে সঠিক এম্পায়ারের বিদ্যুৎ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ভবন বা কারখানায় বিদ্যুতের মোট ব্যবহৃত লোডের সাথে গৃহীত বিদ্যুৎ লোডের সমন্বয় থাকতে হবে;

ভবনে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ও উপযুক্ত বিদ্যুৎ প্রকৌশলী নিয়োগ করুন। বহুতল ভবন এবং বাণিজ্যিক ভবন ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এসএলডি (সিঙ্গেল লাইন ডায়াগ্রাম) প্রণয়ন করে সেই অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে;

সঠিক মানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত। নিম্নমানের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অগ্নি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এজন্য গুণগত মান বজায় রাখতে বিএসটিআই কর্তৃক অনুমোদিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে;

সকল সার্কিট যথোপযুক্ত ফিউজ ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ রাখুতে হবে;

বহুতল ভবনের জন্য বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন বসানোর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষসমূহের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণ এর মধ্যে একটি। বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে বিএনবিসি এবং ফায়ার সার্ভিসের অনুপত্তি পত্রের শর্তসমূহ মেনে চলতে হবে;

শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ শ্রমিক-কর্মচারী কাজ করেন বিধায় সেখানে বিদ্যুৎ ব্যবহারে অধিক সতর্ক থাকতে হবে। এমডিবি, এসডিবি, ইলেকট্রিক জাঙ্কশন বক্স ইত্যাদি সাধারণ লোকের এক্সেজ প্রতিরোধে তালাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রযোজ্য স্থানে রাবার ম্যাট, হাইভোল্টেজ ও বিপজ্জনক সাইন, নিরাপদ দূরত্ব, অ্যাবোনাইট শিট এবং নিরাপত্তা শর্ত ব্যবহার করতে হবে বা মেনে চলতে হবে;

বাসায় ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন ফ্রিজ, ওভেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং করা থাকতে হবে;

সকল সুইচ সরবরাহ লাইনের ফেজের সাথে সংযুক্ত থাকবে;

সিংগেল ফেজের জন্য দুই মেরু ও থ্রি ফেজের জন্য চার মেরু বিশিষ্ট মেইন সুইচ ব্যবহার করতে হবে;

বিকল্প জেনারেটর স্থাপনের সময় সঠিক রেটিং-এর চেঞ্জ ওভার সুইচ ব্যবহার করতে হবে;

দক্ষ ও অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত বৈদ্যুতিক স্থাপনার রক্ষণাবেক্ষাণ ও মেরামত করা যাবে না;

ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক সুইচ ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা যাবে না;

বাড়ি নির্মাণের সময় নিকতবর্তী বৈদ্যুতিক লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে;

- বিদ্যুৎ লাইনের আশাপাশে গাছ লাগানোর সময় লক্ষ রাখতে হবে যেন ওভারহেড লাইন থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকে;
- জেনারেটর, বংলার বা সাব-স্টেশন স্থাপনসহ এর অন্য সকল কাজ দক্ষ, অনুমোদিত ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দিয়ে করাতে হবে;
- পরিদর্শন বা রক্ষণাবেক্ষণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সময় উচ্চ বৈদ্যুতিক ক্ষমতাসম্পন্ন যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ স্থাপনার প্রবেশদ্বার বন্ধ রাখতে হবে;
- কাজ করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে লাইন ও যন্ত্র সামগ্রীর বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে কিনা, প্রতিটি ফেজ টেস্ট করে প্রয়োজনে গ্রাউন্ডিং করে দিতে হবে;
- প্রতিটি কর্মীকে কাজের সময় উপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে হবে, যথোপযুক্ত জুতা, হেলমেট, গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে;
- কর্মীদেরকে কাজের সময় অনুমোদিত নিরাপত্তা বেল্ট ও স্ট্র্যাপ ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে হবে ।
- বহনযোগ্য মই দিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মই বেঁধে কাজ করতে হবে যেন কোন ভাবেই পিছলে পড়ে না যায়;
- কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের যন্ত্রপাতিসমূহ সঠিক ভাবে কাজ করছে কিনা তা লক্ষ রাখতে হবে এবং যথাপোযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, ত্রূটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি বাদ দিতে হবে;
- বিদ্যুৎ সংযোগ আছে এমন লাইন বা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় পরিবাহী বস্তু নিরাপদ দূরত্তে রাখতে হবে। নিরাপদ দূরত্ব বলতে ১১ কেভির জন্য ন্যূনতম ২ ফুট এবং ৩৩ কেভির জন্য ন্যূনতম ৩ ফুট বোঝাবে।

অনিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগের চিত্র